ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন ১ জুলাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

১ জুলাই মঙ্গলবার ১০৫তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে দেশের প্রাচীনতম এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে–'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। দিনব্যাপী নানা আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করা হবে।

এ উপলক্ষে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও হোস্টেলগুলো থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শোভাযাত্রা সহকারে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হবেন।

সেখান থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করবেন।

পরে সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) চত্বরে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। এ সময় কেক কাটা হবে এবং সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীতসহ দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করবেন।

বিদেশি শিক্ষার্থীরাও বিশেষ সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেবেন।

সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে টিএসসি মিলনায়তনে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

আলোচনাসভায় সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, অনুষদীয় ডিন, হল প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলা ভবন, টিএসসি প্রাঙ্গণ ও আশপাশের সড়কসমূহে আলোকসজ্জা করা হবে। দিবসটি উপলক্ষে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ থাকবে, তবে পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

সেই ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করেই প্রতিবছর দিবসটি উদযাপন করা হয়।